জানুয়ারী ২০০৯ হতে ডিসেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত সময়ে বিএআরসি'র সাফল্যের প্রতিবেদন

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল ১৯৭৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। জাতীয় কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও সহযোগী সংস্থাসমূহের গবেষণা কার্যক্রম সমন্বয়, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন এবং মানব সম্পদ উন্নয়ন ছাড়াও সার্বিক কর্মকান্ডে সহায়তা প্রদান বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের অন্যতম কাজ। নিম্নে জানুয়ারী ২০০৯ হতে ডিসেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত সময়কালে পরিচালিত উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের সাফল্য তুলে ধরা হলো:

প্রকল্প বাস্তবায়ন

- বিএআরসিসহ আটটি সংস্থার সমন্বয়ে National Agricultural Technology Project (NATP) বাস্তবায়িত হচ্ছে। এর অধীনে নার্স প্রতিষ্ঠান ও দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সমন্বয়ে বাস্তবায়নাধীন ১০৮টি SPGR উপ-প্রকল্পের মধ্যে ৯৪টি সম্পন্ন হয়েছে। উপ-প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়িত হওয়ার মাধ্যমে ৫০টির অধিক সম্ভাবনাময় প্রযুক্তি উদ্ভাবিত হয়েছে। গ্রীষ্মকালীন টমেটো চাষ সম্প্রসারণ, লবনাক্ত সহিষ্ণু ধানের জাত উদ্ভাবন ও পাহাড়ে সেচের পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন, পশু ও পাখির টিকা ও ব্রয়লার মুরগীর জাত উদ্ভাবন এবং মৎস্য উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ন সাফল্য অর্জিত হয়েছে।
- কোর গবেষণা ও প্রযুক্তি হস্তান্তর কার্যক্রমের আওতায় ৪৫টি গবেষণা কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে এবং বর্তমানে ৩৬টি গবেষণা কার্যক্রম চলমান আছে। এ কার্যক্রমের আওতায় উভলিঙ্গ বৈশিষ্ট্য পেঁপের জাতের উন্নয়ন, হরমোন প্রয়োগের মাধ্যমে পেয়ারার বীজ শূন্যতা আনয়ন, গ্লাডিওলাস ফুলের সম্প্রসারণ, রিমোট নিয়ন্ত্রিত গুটি ইউরিয়া এপ্লিকেটর উদ্ভাবন করা হয়েছে।
- কৃষির জীব-প্রযুক্তির উন্নয়নের লক্ষ্যে এগ্রিকালচারাল বায়োটেকনোলজী সাপোর্ট প্রোগ্রাম (ABSP-II) বাস্তবায়িত হচ্ছে। উক্ত প্রকল্পের সহায়তায় বিএআরআই কর্তৃক ৪টি বিটি বেগুনের জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে এবং এগুলো সম্প্রসারণের কার্যক্রম চলছে।
- এনএটিপি-র অধীনে কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশন কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রতিযোগীতামূলক গবেষণা কার্যক্রম (CGP) এর মাধ্যমে পরিচালিত ১০১টি প্রকল্পের মধ্যে ৫০টি সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়িত হওয়ার মাধ্যমে এ পর্যন্ত মসুর ডাল ও রসুনের ৩টি নুতন জাত উদ্ভাবনসহ লবনাক্ততা, খরা ও পাহাড়ি অঞ্চলের জন্য উপযুক্ত প্রযুক্তি নির্বাচিত করা হয়েছে।
- কৃষি উন্নয়নের লক্ষ্যে দক্ষিন কোরিয়া সরকারের উদ্যোগে গঠিত আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা Asian Food and Agriculture Cooperation Initiative (AFACI) এর সদস্য পদ গ্রহণ এবং উক্ত সংস্থার অর্থায়নে ফসল, প্রাকৃতিক সম্পদ, তথ্য প্রযুক্তিসহ গুরুত্বপূর্ন প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে।
- কৃষি প্রযুক্তি হস্তান্তর (ATT) প্রকল্প সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে। ফলশ্রুতিতে ফসল ও অন্যান্য কৃষি পন্য উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে ৫৫টি প্রযুক্তি ৪৩টি উপজেলায় বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
- ধান ও ডাল ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের ফলে উক্ত ফসলসমূহের উৎপাদন (ধান: ১৭.৫% ও ডাল: ১৫%) বৃদ্ধি পেয়েছে।
- সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা (IPM) প্রোগ্রাম উন্নয়ন ও প্রসারের মাধ্যমে বিষমুক্ত সবজি ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে।

গুরুত্বপূর্ন পলিসি ডকুমেন্ট ও প্রকাশনা প্রনয়ন

- কৃষি গবেষণা ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম জোরদার এবং গবেষণায় অর্থায়নে জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিএআরসি আইন ২০১২ প্রণীত হয়েছে।
- কৃষক ও কৃষির চাহিদার নিরীখে গবেষণা অগ্রাধিকার ও ভিশন ডকুমেন্ট ২০৩০ প্রণয়ন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কৃষি গবেষণার বিষয় নির্ধারণসহ প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা পাওয়া যাবে।
- নার্স বিজ্ঞানীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মানব সম্পদ উন্নয়ন পরিকল্পনা (২০০৯-২০২৫) প্রণীত হয়েছে।
- খাদ্যে রাসায়নিকের ব্যবহার কতটা নিরাপদ তদসংক্রান্ত গবেষনা ফলাফল ও উত্তরনের উপায় বিষয়ক বুকলেট প্রণীত হয়েছে।
- জমির উপযোগিতা অনুযায়ী ফসল চাষ এবং প্রাকৃতিক সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের লক্ষ্যে ক্রপ-জোনিং (Crop-zoning) ম্যাপ প্রনীত হয়েছে।
- গবেষণা ও সম্প্রসারণ কর্মকর্তাদের ব্যবহারের জন্য জমির স্থানীয় তথ্যের ভিত্তিতে সার সুপারিশমালা (Fertilizer Recommendation Guide-2012) প্রণীত হয়েছে।
- দারিদ্র বিমোচনে “একটি বাড়ি একটি খামার” পুস্তক প্রকাশ করা হয়েছে।
- দেশের দক্ষিণাঞ্চলের ফসল নিবিড়তা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য “দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি” শীর্ষক একটি পুস্তক প্রকাশ করা হয়েছে।
- বিভিন্ন ফসলের উন্নত জাত এবং এগুলোর পরিচিতি ও উৎপাদন ব্যবস্থাপনা সমন্বয়ে “Plant varieties developed by NARS institutes and Agricultural Universities” শীর্ষক একটি সংকলন প্রকাশ করা হয়েছে।
- বিভিন্ন ফসলের কৃষি প্রযুক্তি মাঠ পর্যায়ে প্রসারের লক্ষ্যে “Hand book of agricultural technology” শীর্ষক একটি পুস্তক প্রকাশ করা হয়েছে।
- পতিত জমির ব্যবহারের লক্ষ্যে বৃহত্তর বরিশাল ও সিলেট জেলার পতিত জমির পরিমাণ নির্ধারণ ও ফসল উৎপাদন পরিকল্পনা বিষয়ে ডকুমেন্ট প্রকাশ করা হয়েছে।

মানব সম্পদ উন্নয়ন

- এনএটিপি-র মাধ্যমে দেশে ৭৯ জন ও বিদেশে ৩০ জন নার্সভুক্ত প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞানীকে উচ্চ শিক্ষার (পিএইচডি) সুযোগ প্রদান করা হয়েছে। তন্মধ্যে বিদেশে ২১ জনের এবং দেশে ৩০ জনের ডিগ্রী সম্পন্ন হয়েছে। তাছাড়া বিদেশে ১০ জন পোস্ট ডক্টোরাল ফেলোশিপ সম্পন্ন করেছে।
- রাজস্ব খাতের আওতায় ১৮ জন বিজ্ঞানী দেশের অভ্যন্তরে পিএইচডি সম্পন্ন করেছে।
- এনএটিপি ও রাজস্ব অর্থায়নে ৮১৪০ বিজ্ঞানীকে বিভিন্ন গুরুত্বপুর্ন বিষয়ে প্রশিক্ষন প্রদান করা হয়েছে।
- নার্সের ১৬০ জন বিজ্ঞানীকে ৪ মাস মেয়াদী ফাউন্ডেশন ট্রেনিং, পিএসও এবং সিএসও পর্যায়ে ২০০ জনকে প্রশাসনিক ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ে পনের দিন মেয়াদী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- CSISA-BARC Scholarship Program এর আওতায় দেশের অভ্যন্তরে ৫ জন বিজ্ঞানী উচ্চ শিক্ষায় (পিএইচডি) অধ্যয়নরত আছে।

- এনএটিপি-র অর্থায়নে কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশন কর্তৃক কৃষি প্রযুক্তি হস্তান্তর কার্যক্রমের আওতায় ১৬৭৪৪ জন কৃষককে প্রশিক্ষণ ও ১১৮৪০ টি মাঠ দিবস আয়োজন করা হয়েছে।
- কৃষি গবেষণা ও উন্নয়ন বিষয়ক বিভিন্ন কর্মশালায় দেশে ও বিদেশে ১৩,৮৩৮ জন বিজ্ঞানী/কর্মকর্তা অংশগ্রহন করেছে।

বিশেষ উন্নয়ন

- ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে এনএটিপি-র অর্থায়নে নার্স ভূক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের তথ্য ব্যবস্থাপনা জোরদারকরণে আইসিটি অবকাঠামো উন্নয়ন ও বিএআরসি-তে Data Centre স্থাপন করা হয়েছে। সে লক্ষ্যে বিএআরসিসহ আটটি সংস্থার সমন্বয়ে MIS প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে।
- কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রমের সচিত্র প্রতিবেদন তুলে ধরার জন্য ইলেক্ট্রনিক কমপেন্ডিয়াম প্রস্তুত করা হয়েছে।
- কৃষি বিষয়ক বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনা যেগুলো মুদ্রিত নয় অথবা সহজপ্রাপ্য নয় সেগুলো ডিজিটাইজ করে ওয়েব ভিত্তিক আর্কাইভ তৈরী করা হয়েছে।

ধারাবাহিক কার্যক্রম

- সভা, সেমিনার, কর্মশালা ইত্যাদি আয়োজনের মাধ্যমে কৃষি গবেষণা ও উন্ন্যয়নে গুরুত্বপূর্ন সুপারিশমালা প্রনয়ণ।
- ফসলের প্রতিকুলতা সহিষ্ণু, উচ্চফলনশীল ও শংকর জাতসহ অন্যান্য উৎপাদন প্রযুক্তি উদ্ভাবনে সহায়তা প্রদান।
- ফসলের জাত ছাড়করণ, বীজ উৎপাদন ও মান নিশ্চিতকরণ কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান।
- সার উৎপাদন, বাজারজাত এবং প্রমিতকরণ কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান, যা সারের গুণগত মান বৃদ্ধির সংঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।
- গবেষণা, সম্প্রসারণ ও কৃষক পর্যায়ে সংযোগ জোরদারকরণ।
- গবেষণা সমন্বয়, মনিটরিং ও মূল্যায়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন।
- গভর্নিং বডি ও নির্বাহী কাউন্সিল সভার মাধ্যমে গবেষণার মান উন্নয়নে দিক নির্দেশনা প্রদান ও যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণ।
- আন্তর্জাতিক ও দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা জোরদারকরণ।